ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা

শ্লোক ১

সূত উবাচ
নিশম্য কৌষারবিণোপবর্ণিতং
ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণম্ ।
প্ররূঢ়ভাবো ভগবত্যধোক্ষজে
প্রষ্টুং পুনস্তং বিদুরঃ প্রচক্রমে ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **কৌষারবিণা**—ঋষি মৈত্রেয়ের দ্বারা; **উপবর্ণিতম্**—বর্ণিত; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **বৈকুণ্ঠ-পদ**—বৈকুণ্ঠলোকে; **অধিরোহণম্**—আরোহণ; **প্ররূঢ়**—বর্ধিত; **ভাবঃ**—ভক্তিভাব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অধোক্ষজে**—যিনি প্রত্যক্ষ অনুভূতির অতীত; **প্রষ্টুম্**—প্রশ্ন করার জন্য; **পুনঃ**—পুনরায়; **তম্**—মৈত্রেয়কে; **বিদুরঃ**—বিদুর; **প্রচক্রমে**—প্রয়াস করেছিলেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী শৌনকাদি সমস্ত ঋষিদের বললেন—মৈত্রেয় ঋষির কাছে ধ্রুব মহারাজের বিষ্ণুধামে আরোহণের বর্ণনা শ্রবণ করে, ভগবানের প্রতি বিদুরের ভক্তি আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়েছিল, এবং তিনি মৈত্রেয়কে এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বিদুর এবং মৈত্রেয়ের এই আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায় যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্তের কার্যকলাপ এতই মনোমুগ্ধকর যে, বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই কোন রকম ক্লান্তি অনুভব করেন না। চিন্ময় বিষয়বস্তু এতই সুন্দর যে, তা শ্রবণ করে অথবা

কীর্তন করে, কেউই কখনও ক্লান্ত হন না। কিন্তু যারা ভক্ত নয় তারা মনে করতে পারে, "কেবলমাত্র ভগবানের কথা আলোচনায় মানুষ এত সময় ব্যয় করে কি করে?" কিন্তু ভক্তরা ভগবানের কথা অথবা তাঁর ভক্তের কথা শ্রবণ ও কীর্তন করে কখনও তৃপ্ত হন না। তাঁরা যতই তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন, ততই তাঁদের শ্রবণ-কীর্তনের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কেবল হরে, কৃষ্ণ এবং রাম—এই তিনটি শব্দের পুনরাবৃত্তি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভক্তরা কোন রকম ক্লান্তি অনুভব না করে, দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা এই মন্ত্র কীর্তন করে যেতে পারেন।

শ্লোক ২

বিদুর উবাচ

কে তে প্রচেতসো নাম কস্যাপত্যানি সুব্রত ।
কস্যান্ববায়ে প্রখ্যাতাঃ কুত্র বা সত্রমাসত ॥ ২ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন; **কে**—কে ছিলেন; **তে**—তাঁরা; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **নাম**—নামক; **কস্য**—কার; **অপত্যানি**—পুত্র; **সু-ব্রত**—হে শুভ ব্রতধারী মৈত্রেয়; **কস্য**—কার; **অন্ববায়ে**—কুলে; **প্রখ্যাতাঃ**—প্রসিদ্ধ; **কুত্র**—কোথায়; **বা**—ও; **সত্রম্**—যজ্ঞ; **আসত**—অনুষ্ঠান করা হয়েছিল।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহান ভক্ত! প্রচেতারা কে? কোন্ কুলে তাঁদের জন্ম হয়েছিল? তাঁরা কার পুত্র ছিলেন, এবং কোথায় তাঁরা সেই মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে বর্ণিত হয়েছে, নারদ মুনি প্রচেতাদের যজ্ঞস্থলে তিনটি শ্লোক গান করেছিলেন, তা বিদুরকে এই প্রশ্নগুলি করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

শ্লোক ৩

মন্যে মহাভাগবতং নারদং দেবদর্শনম্ ।
যেন প্রোক্তঃ ক্রিয়াযোগঃ পরিচর্যাবিধির্হরেঃ ॥ ৩ ॥

মন্যে—আমি মনে করি; **মহা-ভাগবতম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত; **নারদম্**—দেবর্ষি নারদকে; **দেব**—পরমেশ্বর ভগবান; **দর্শনম্**—যিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **ক্রিয়া-যোগঃ**—ভগবদ্ভক্তি; **পরিচর্যা**—সেবা করার জন্য; **বিধিঃ**—বিধি; **হরেঃ**—ভগবানকে।

অনুবাদ

বিদুর বললেন—আমি জানি যে, দেবর্ষি নারদ হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি ভগবদ্ভক্তির পাঞ্চরাত্রিক বিধি প্রণয়ন করেছেন এবং স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের কাছে যাওয়ার দুটি পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে ভাগবত মার্গ বা *শ্রীমদ্ভাগবত* প্রদর্শিত মার্গ, এবং অন্যটি হচ্ছে পাঞ্চরাত্রিক বিধি। পাঞ্চরাত্রিক বিধি হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা করার বিধি, এবং ভাগবত বিধি হচ্ছে শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দুটি বিধিকেই যুগপৎ গ্রহণ করেছে, যাতে অনুশীলনকারী ভক্ত ভগবৎ উপলব্ধির পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হতে পারে। বিদুর কর্তৃক উক্ত এই পাঞ্চরাত্রিক বিধির প্রথম প্রবর্তন করেন দেবর্ষি নারদ।

শ্লোক ৪

স্বধর্মশীলৈঃ পুরুষৈর্ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ ।
ইজ্যমানো ভক্তিমতা নারদেনেরিতঃ কিল ॥ ৪ ॥

স্ব-ধর্ম-শীলৈঃ—যজ্ঞ অনুষ্ঠানরত; **পুরুষৈঃ**—ব্যক্তিদের দ্বারা; **ভগবান**—পরমেশ্বর ভগবান; **যজ্ঞ-পূরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **ইজ্যমানঃ**—পূজিত হয়ে; **ভক্তিমতা**—ভক্তদের দ্বারা; **নারদেন**—নারদের দ্বারা; **ঈরিতঃ**—বর্ণিত; **কিল**—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

প্রচেতারা যখন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যজ্ঞপুরুষ ভগবানের আরাধনা করছিলেন, তখন ধ্রুব মহারাজের দিব্য গুণাবলী দেবর্ষি নারদ বর্ণনা করেছিলেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনি সর্বদাই ভগবানের লীলার মহিমা কীর্তন করেন। এই শ্লোকে আমরা দেখছি যে, তিনি কেবল ভগবানেরই মহিমা কীর্তন করেন না, তিনি ভগবানের ভক্তেরও গুণগান করেন। নারদ মুনির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি ভগবদ্ভক্তির নির্দেশিকা *নারদ-পঞ্চরাত্র* সংকলন করেছেন, যাতে ভক্তরা ভক্তি করার বিধি শিখতে পারেন এবং দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভগবানের সেবায় তৎপর হতে পারেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করেছেন। *নারদ-পঞ্চরাত্রে* স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে প্রতিটি বর্ণের মানুষই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৫) বলা হয়েছে, *স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ*—স্বীয় কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার দ্বারা মানুষ ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* (১/২/১৩) উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্*—কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের সিদ্ধি হচ্ছে সেই কর্মের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। প্রচেতারা যখন এই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন, তখন নারদ মুনি তা দেখে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন, এবং সেই যজ্ঞস্থলে তিনি ধ্রুব মহারাজের মহিমা কীর্তন করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

যাস্তা দেবর্ষিণা তত্র বর্ণিতা ভগবৎকথাঃ ।
মহ্যং শুশ্রূষবে ব্রহ্মন্ কার্ৎস্ন্যেনাচষ্টুমর্হসি ॥ ৫ ॥

যাঃ—যা; **তাঃ**—সেই সমস্ত; **দেবর্ষিণা**—দেবর্ষি নারদের দ্বারা; **তত্র**—সেখানে; **বর্ণিতাঃ**—বর্ণিত; **ভগবৎ-কথাঃ**—ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় উপদেশ; **মহ্যম্**—আমাকে; **শুশ্রূষবে**—শুনতে অত্যন্ত উৎসুক; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ; **কার্ৎস্ন্যেন**—সম্পূর্ণরূপে; **আচষ্টুম্ অর্হসি**—দয়া করে বলুন।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ! নারদ মুনি কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তন করেছিলেন, এবং সেই সভায় ভগবানের কোন্ লীলা বর্ণনা করা হয়েছিল? আমি তা শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে আপনি পূর্ণরূপে ভগবানের সেই মহিমা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবৎ-কথা বা ভগবানের লীলা-বিলাসের বর্ণনা। মৈত্রেয়ের কাছ থেকে বিদুর যা শুনতে উৎসুক ছিলেন, তা আমরাও আজ পাঁচ হাজার বছর পর শুনতে পারি, যদি আমরা ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হই।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

ধ্রুবস্য চোৎকলঃ পুত্রঃ পিতরি প্রস্থিতে বনম্ ।
সার্বভৌমশ্রিয়ং নৈচ্ছদধিরাজাসনং পিতুঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **ধ্রুবস্য**—ধ্রুব মহারাজের; **চ**—ও; **উৎকলঃ**—উৎকল; **পুত্রঃ**—পুত্র; **পিতরি**—পিতার পর; **প্রস্থিতে**—প্রস্থান করার পর; **বনম**—বনে; **সার্বভৌম**—সমগ্র ভূখণ্ড; **শ্রিয়ম্**—ঐশ্বর্য; **ন ঐচ্ছৎ**—বাসনা করেননি; **অধিরাজ**—রাজকীয়; **আসনম্**—সিংহাসন; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন—হে বিদুর! মহারাজ ধ্রুব যখন বনে প্রস্থান করলেন, তখন তাঁর পুত্র উৎকল তাঁর পিতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও সারা পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব স্থাপনকারী রাজসিংহাসন গ্রহণ করতে চাননি।

শ্লোক ৭

স জন্মনোপশান্তাত্মা নিঃসঙ্গঃ সমদর্শনঃ ।
দদর্শ লোকে বিততমাত্মানং লোকমাত্মনি ॥ ৭ ॥

সঃ—ধ্রুব মহারাজের পুত্র উৎকল; **জন্মনা**—তাঁর জন্ম থেকেই; **উপশান্ত**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট; **আত্মা**—আত্মা; **নিঃসঙ্গঃ**—আসক্তি-রহিত; **সম-দর্শনঃ**—সমদর্শী; **দদর্শ**—দেখেছিলেন; **লোকে**—এই জগতে; **বিততম্**—বিস্তৃত; **আত্মানাম্**—পরমাত্মাকে; **লোকম্**—সমস্ত জগতের; **আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

উৎকল তাঁর জন্ম থেকেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট এবং সংসারের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সমদর্শী, কারণ তিনি প্রত্যেক বস্তুকে পরমাত্মায় এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মাকে বিরাজমান দেখতেন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজের পুত্র উৎকলের লক্ষণ এবং গুণ মহাভাগবতের মতো ছিল। *ভগবদ্গীতায়* (৬/৩০) যেমন বলা হয়েছে—*যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি*—অতি উন্নত স্তরের ভক্ত সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন, আবার সব কিছু ভগবানে স্থিত দেখতে পান। আবার ভগবদ্গীতায়ই (৯/৪) এর সমর্থনে বলা হয়েছে, *ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা*—তাঁর অব্যক্ত রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ব্যাপ্ত। সব কিছুই তাঁর উপর আশ্রিত, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত বস্তুই ভগবান। মহাভাগবত দেখেন যে, জীবের বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর-ভিত্তিক বৈষম্য নির্বিশেষে একই পরমাত্মা সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। তিনি সকলকেই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে দর্শন করেন। সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি অনুভবকারী মহাভাগবত কখনও ভগবানের দৃষ্টির বহির্ভূত হন না, এবং ভগবানও কখনও তাঁর দৃষ্টির আড়াল হন না। ভগবৎ প্রেমের উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হলেই কেবল তা সম্ভব হয়।

শ্লোক ৮-৯

আত্মানং ব্রহ্ম নির্বাণং প্রত্যস্তমিতবিগ্রহম্ ।
অববোধরসৈকাত্ম্যমানন্দমনুসন্ততম্ ॥ ৮ ॥
অব্যবচ্ছিন্নযোগাগ্নিদগ্ধকর্মমলাশয়ঃ ।
স্বরূপমবরুন্ধানো নাত্মনোঽন্যং তদৈক্ষত ॥ ৯ ॥

আত্মানম্—আত্মা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **নির্বাণম্**—জড় অস্তিত্বের নিবৃত্তি; **প্রত্যস্তমিত**—নিবৃত্ত; **বিগ্রহম্**—বিচ্ছেদ; **অববোধ-রস**—জ্ঞানের রসের দ্বারা; **এক-আত্ম্যম্**—একত্ব; **আনন্দম্**—আনন্দ; **অনুসন্ততম্**—বিস্তৃত; **অব্যবচ্ছিন্ন**—নিরন্তর; **যোগ**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **অগ্নি**—অগ্নির দ্বারা; **দগ্ধ**—দগ্ধ; **কর্ম**—সকাম বাসনা; **মল**—মল; **আশয়ঃ**—তাঁর মনে; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **অবরুন্ধানঃ**—উপলব্ধি করে; **ন**—না; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা থেকে; **অন্যম্**—অন্য কিছু; **তদা**—তখন; **ঐক্ষত**—দেখেছিলেন।

অনুবাদ

পরম ব্রহ্মের জ্ঞানের প্রসারের দ্বারা, তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। এই মুক্তিকে বলা হয় নির্বাণ। তিনি দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিলেন, এবং সেই আনন্দময় স্থিতিতেই তিনি সর্বদা বিরাজ করতেন, যা ক্রমশ

বর্ধিত হচ্ছিল। নিরন্তর ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল। ভক্তিযোগকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তা জড় বাসনারূপ সমস্ত মল দগ্ধ করে। তিনি সর্বদাই তাঁর আত্ম-উপলব্ধির স্বরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ভগবানের অতিরিক্ত অন্য কিছুই তিনি দেখতেন না, এবং তিনি সর্বদা তাঁরই সেবাতে যুক্ত থাকতেন।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোক *ভগবদ্গীতার* (১৮/৫৪) শ্লোকটির ব্যাখ্যা করে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তিনি অচিরেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে আনন্দময় হন। তিনি কখনও শোক করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদর্শী। সেই স্তরে তিনি আমার প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর *শিক্ষাষ্টকের* প্রথম শ্লোকে সেই কথা বিশ্লেষণ করেছেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং ।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥

ভক্তিযোগ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগপদ্ধতি, এবং এই পদ্ধতিতে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনই হচ্ছে সর্বোত্তম অনুষ্ঠান। ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, নির্বাণ বা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং তার ফলে চিন্ময় অস্তিত্বের আনন্দ নিরন্তর বর্ধিত হয়, যে-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, *আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্* । কেউ যখন এই স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন আর তাঁর জড় ঐশ্বর্যের প্রতি এমন কি সারা পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের প্রতিও কোন স্পৃহা থাকে না। এই অবস্থাকে বলা হয় *বিরক্তিরন্যত্র স্যাৎ* । এটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির ফল।

ভগবদ্ভক্তিতে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই জড় ঐশ্বর্য এবং জড় কার্যকলাপ থেকে বিরক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে চিন্ময় প্রকৃতি, যা পূর্ণ আনন্দময়। এই কথা *ভগবদ্গীতায়ও* (২/৫৯) বর্ণিত হয়েছে। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—চিন্ময় অস্তিত্বে আনন্দময় উন্নততর জীবন আস্বাদন করার ফলে, জড় সুখভোগের বাসনা নিবৃত্ত হয়। জ্বলন্ত অগ্নিসদৃশ দিব্য জ্ঞান সমস্ত জড় বাসনা ভস্মীভূত করে। ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলেই যোগসিদ্ধি লাভ হয়। ভক্ত তাঁর জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সর্বদা ভগবানের কথা চিন্তা করেন।

প্রতিটি বদ্ধ জীবই পূর্বজন্মের কর্মফলে পূর্ণ, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তখন তাঁর কর্মফলরূপ সমস্ত মল ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই সম্বন্ধে *নারদ-পঞ্চরাত্রে* বলা হয়েছে—*সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্* ।

শ্লোক ১০

জড়ান্ধবধিরোন্মত্তমূকাকৃতিরতন্মতিঃ ।
লক্ষিতঃ পথি বালানাং প্রশান্তার্চিরিবানলঃ ॥ ১০ ॥

জড়—মূর্খ; **অন্ধ**—অন্ধ; **বধির**—বধির; **উন্মত্ত**—পাগল; **মূক**—মূক; **আকৃতিঃ**—আকৃতি; **অ-তৎ**—সেই প্রকার নয়; **মতিঃ**—তাঁর বুদ্ধিমত্তা; **লক্ষিতঃ**—তাঁকে দেখা যেত; **পথি**—পথে; **বালানাম্**—অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষদের দ্বারা; **প্রশান্ত**—শান্ত; **অর্চিঃ**—অগ্নিশিখা; **ইব**—সদৃশ; **অনলঃ**—অগ্নি।

অনুবাদ

পথে বিচরণ করার সময় অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা উৎকলকে জড়, অন্ধ, বধির, উন্মত্ত এবং মূক বলে মনে করত, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা ছিলেন না। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত জ্বলন্ত শিখাবিহীন অগ্নির মতো অবস্থান করতেন।

তাৎপর্য

বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট বিরোধ আদি বিরক্তিকর প্রতিকূল পরিস্থিতি এড়াবার জন্য জড়ভরত বা উৎকলের মতো মহাত্মারা মৌন থাকেন। অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরা এই প্রকার মহাত্মাদের উন্মাদ, বধির বা জড় বলে মনে করে। প্রকৃতপক্ষে, উন্নত স্তরের ভগবদ্ভক্ত অভক্তদের সঙ্গ করেন না, কিন্তু যাঁরা ভক্ত, তাঁদের সঙ্গে তিনি বন্ধুর মতো আচরণ করেন, এবং বালিশদের কাছে ভগবানের কথা বলে কৃপা করেন। সারা জগৎই প্রায় অভক্ততে পূর্ণ, এবং এক প্রকার অতি উন্নত স্তরের ভক্তদের বলা হয় ভজনানন্দী। তবে যাঁরা গোষ্ঠ্যানন্দী, তাঁরা ভগবদ্ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধির করার জন্য প্রচার করেন। কিন্তু এই প্রকার প্রচারকেরাও পারমার্থিক জীবনের প্রতি বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গ বর্জন করেন।

শ্লোক ১১

মত্বা তং জড়মুন্মত্তং কুলবৃদ্ধাঃ সমন্ত্রিণঃ ।
বৎসরং ভূপতিং চক্রুর্যবীয়াংসং ভ্রমেঃ সুতম্ ॥ ১১ ॥

মত্বা—মনে করে; **তম্**—উৎকল; **জড়ম্**—বুদ্ধিহীন; **উন্মত্তম্**—উন্মত্ত; **কুল-বৃদ্ধাঃ**—পরিবারের প্রবীণ সদস্যগণ; **স-মন্ত্রিণঃ**—মন্ত্রীগণ সহ; **বৎসরম্**—বৎসর; **ভূ-পতিম্**—পৃথিবীর রাজা; **চক্রুঃ**—বানিয়েছিলেন; **যবীয়াংসম্**—কনিষ্ঠ; **ভ্রমেঃ**—ভ্রমির; **সুতম্**—পুত্র।

অনুবাদ

সেই কারণে মন্ত্রী এবং কুলবৃদ্ধগণ উৎকলকে বুদ্ধিহীন ও উন্মত্ত বলে মনে করেছিলেন, এবং তাই তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রমিনন্দন বৎসরকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দেখা যায় যে, যদিও তখন রাজতন্ত্র ছিল, কিন্তু তা হলেও তাঁরা স্বৈরাচারী ছিলেন না। পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা এবং মন্ত্রীরা পরিবর্তন করতে পারতেন এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করতে পারতেন, যদিও রাজপরিবারের সদস্যই কেবল সিংহাসনের অধিকারি হতে পারতেন। আধুনিক যুগেও যেখানে রাজতন্ত্র রয়েছে, কখনও কখনও সেখানে মন্ত্রী এবং রাজপরিবারের প্রবীণ সদস্যরা রাজ পরিবারেরই কোন সদস্যকে অপর সদস্য থেকে উপযুক্ত বলে মনে করে রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

শ্লোক ১২

স্বর্বীথির্বৎসরস্যেষ্টা ভার্যাসূত ষড়াত্মজান্ ।
পুষ্পার্ণং তিগ্মকেতুং চ ইষমূর্জং বসুং জয়ম্ ॥ ১২ ॥

স্বর্বীথিঃ—স্বর্বীথি; **বৎসরস্য**—রাজা বৎসরের; **ইষ্টা**—অত্যন্ত প্রিয়; **ভার্যা**—পত্নী; **অসূত**—প্রসব করেছিলেন; **ষট্**—ছয়; **আত্মজান্**—পুত্রদের; **পুষ্পার্ণম্**—পুষ্পার্ণ; **তিগ্মকেতুম্**—তিগ্মকেতু; **চ**—ও; **ইষম্**—ইষ; **ঊর্জম্**—ঊর্জ; **বসুম্**—বসু; **জয়ম্**—জয়।

অনুবাদ

মহারাজ বৎসরের স্বর্বীথি নামক অত্যন্ত প্রিয় পত্নী ছিলেন; তিনি পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইষ, ঊর্জ, বসু এবং জয় নামক ছয় পুত্র প্রসব করেন।

তাৎপর্য

বৎসরের পত্নীকে এখানে ইষ্টা বলা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'পূজ্যা'। অর্থাৎ, বৎসরের পত্নীর সমস্ত সদ্‌গুণাবলী ছিল; যেমন তিনি সর্বদাই তাঁর পতির অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত ও স্নেহপরায়ণা ছিলেন। গৃহস্থালির সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করার সমস্ত সদ্‌গুণ তাঁর ছিল। পতি ও পত্নী উভয়েই যদি সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হন এবং শান্তিপূর্ণভাবে বাস করেন, তা হলে সুসন্তানের জন্ম হয়, এবং সারা পরিবার সুখ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়।

শ্লোক ১৩

পুষ্পার্ণস্য প্রভা ভার্যা দোষা চ দ্বে বভূবতুঃ ।
প্রাতর্মধ্যন্দিনং সায়মিতি হ্যাসন্ প্রভাসুতাঃ ॥ ১৩ ॥

পুষ্পার্ণস্য—পুষ্পার্ণের; **প্রভা**—প্রভা; **ভার্যা**—পত্নী; **দোষা**—দোষা; **চ**—ও; **দ্বে**—দুই; **বভূবতুঃ**—ছিলেন; **প্রাতঃ**—প্রাতঃ; **মধ্যন্দিনম্**—মধ্যন্দিনম্; **সায়ম্**—সায়ম্; **ইতি**—এইভাবে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **আসন্**—ছিলেন; **প্রভা-সুতাঃ**—প্রভার পুত্রগণ।

অনুবাদ

পুষ্পার্ণের প্রভা এবং দোষা নামক দুই পত্নী ছিল। প্রভার প্রাতঃ, মধ্যন্দিনম্ এবং সায়ম্ নামক তিন পুত্র ছিল।

শ্লোক ১৪

প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ ।
ব্যুষ্টঃ সুতং পুষ্করিণ্যাং সর্বতেজসমাদধে ॥ ১৪ ॥

প্রদোষঃ—প্রদোষ; **নিশিথঃ**—নিশিথ; **ব্যুষ্টঃ**—ব্যুষ্ট; **ইতি**—এই প্রকার; **দোষা**—দোষার; **সুতাঃ**—পুত্র; **ত্রয়ঃ**—তিনজন; **ব্যুষ্টঃ**—ব্যুষ্ট; **সুতম্**—পুত্র; **পুষ্করিণ্যাম্**—পুষ্করিণীতে; **সর্ব-তেজসম্**—সর্বতেজা নামক; **আদধে**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দোষার প্রদোষ, নিশিথ এবং ব্যুষ্ট নামক তিন পুত্র ছিল। ব্যুষ্টের পত্নী পুষ্করিণী, এবং তিনি সর্বতেজা নামে এক অতি শক্তিশালী পুত্র প্রসব করেন।

শ্লোক ১৫-১৬

স চক্ষুঃ সুতমাকূত্যাং পত্ন্যাং মনুমবাপ হ ।
মনোরসূত মহিষী বিরজান্নড়লা সুতান্ ॥ ১৫ ॥
পুরুং কুৎসং ত্রিতং দ্যুম্নং সত্যবন্তমৃতং ব্রতম্ ।
অগ্নিষ্টোমমতীরাত্রং প্রদ্যুম্নং শিবিমুল্মুকম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি (সর্বতেজা); **চক্ষুঃ**—চক্ষু নামক; **সুতম্**—পুত্র; **আকূত্যাম্**—আকূতিতে; **পত্ন্যাম্**—পত্নী; **মনুম্**—চাক্ষুষ মনু; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **হ**—নিশ্চিতভাবে; **মনোঃ**—মনুর; **অসূত**—জন্ম দিয়েছিলেন; **মহিষী**—রাণী; **বিরজান্**—রজোগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত; **নড়লা**—নড়লা; **সুতান্**—পুত্র; **পুরুম্**—পুরু; **কুৎসম্**—কুৎস; **ত্রিতম্**—ত্রিত; **দ্যুম্নম্**—দ্যুম্ন; **সত্যবন্তম্**—সত্যবান্; **ঋতম্**—ঋত; **ব্রতম্**—ব্রত; **অগ্নিষ্টোমম্**—অগ্নিষ্টোম; **অতীরাত্রম্**—অতীরাত্র; **প্রদ্যুম্নম্**—প্রদ্যুম্ন; **শিবিম্**—শিবি; **উল্মুকম্**—উল্মুক।

অনুবাদ

সর্বতেজার পত্নী আকূতি চাক্ষুষ নামক পুত্র প্রসব করেন, যিনি মন্বন্তরে ষষ্ঠ মনু হয়েছিলেন। চাক্ষুষ মনুর পত্নী ছিলেন নড়লা, তিনি পুরু, কুৎস ত্রিত, দ্যুম্ন, সত্যবান্, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি এবং উল্মুক নামক শুদ্ধচিত্ত পুত্রদের প্রসব করেন।

শ্লোক ১৭

উল্মুকোঽজনয়ৎপুত্রান্পুষ্করিণ্যাং ষড়ুত্তমান্ ।
অঙ্গং সুমনসং খ্যাতিং ক্রতুমঙ্গিরসং গয়ম্ ॥ ১৭ ॥

উল্মুকঃ—উল্মুক; **অজনয়ৎ**—উৎপাদন করেছিলেন; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **পুষ্করিণ্যাম্**—তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে; **ষট্**—ছয়; **উত্তমান্**—অতি উত্তম; **অঙ্গম্**—অঙ্গ; **সুমনসম্**—সুমনা; **খ্যাতিম্**—খ্যাতি; **ক্রতুম্**—ক্রতু; **অঙ্গিরসম্**—অঙ্গিরা; **গয়ম্**—গয়।

অনুবাদ

বারোজন পুত্রের মধ্যে, উল্মুক তাঁর পত্নী পুষ্করিণীর গর্ভে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। তাঁরা অত্যন্ত সুসন্তান ছিলেন, এবং তাঁদের নাম ছিল অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা এবং গয়।

শ্লোক ১৮

সুনীথাঙ্গস্য যা পত্নী সুষুবে বেণমুল্বণম্ ।
যদ্দৌঃশীল্যাৎস রাজর্ষির্নির্বিণ্ণো নিরগাৎপুরাৎ ॥ ১৮ ॥

সুনীথা—সুনীথা; **অঙ্গস্য**—অঙ্গের; **যা**—যিনি; **পত্নী**—পত্নী; **সুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **বেণম্**—বেণ; **উল্বণম্**—অত্যন্ত কুটিল; **যৎ**—যার; **দৌঃশীল্যাৎ**—দুষ্ট স্বভাববশত; **সঃ**—তিনি; **রাজর্ষিঃ**—রাজর্ষি অঙ্গ; **নির্বিণ্ণঃ**—অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে; **নিরগাৎ**—চলে গিয়েছিলেন; **পুরাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

অঙ্গের পত্নী সুনীথা বেণ নামক একটি পুত্র প্রসব করেন, এই বেণ ছিল অত্যন্ত কুটিল। তার অত্যন্ত দুষ্ট স্বভাবে মর্মাহত হয়ে, রাজর্ষি অঙ্গ গৃহ ত্যাগ করে বনে চলে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

যমঙ্গ শেপুঃ কুপিতা বাগ্বজ্রা মুনয়ঃ কিল ।
গতাসোস্তস্য ভূয়স্তে মমন্থুর্দক্ষিণং করম্ ॥ ১৯ ॥
অরাজকে তদা লোকে দস্যুভিঃ পীড়িতাঃ প্রজাঃ ।
জাতো নারায়ণাংশেন পৃথুরাদ্যঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

যম্—যাকে (বেণকে); **অঙ্গ**—হে বিদুর; **শেপুঃ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতাঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **বাক্-বজ্রাঃ**—যাঁদের বাণী বজ্রের মতো কঠোর; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **কিল**—নিঃসন্দেহে; **গত-অসোঃ তস্য**—তার মৃত্যুর পর; **ভূয়ঃ**—অধিকন্তু; **তে**—তাঁরা; **মমন্থুঃ**—মন্থন করেছিলেন; **দক্ষিণম্**—দক্ষিণ; **করম্**—বাহু; **অরাজকে**—রাজাবিহীন হওয়ায়; **তদা**—তখন; **লোকে**—পৃথিবী; **দস্যুভিঃ**—দস্যু-তস্করদের দ্বারা; **পীড়িতাঃ**—নিপীড়িত; **প্রজাঃ**—প্রজাগণ; **জাতঃ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **পৃথুঃ**—পৃথু; **আদ্যঃ**—আদি; **ক্ষিতি-ঈশ্বরঃ**—পৃথিবীর রাজা।

অনুবাদ

হে বিদুর! মহর্ষিদের অভিশাপ বজ্রের মতো কঠোর। তাই তাঁরা যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বেণ রাজাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, তখন তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর

পর কোন রাজা না থাকায়, দস্যু-তস্করদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রজারা ভীষণভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছিল। তা দেখে, মহর্ষিরা বেণের দক্ষিণ হস্তটিকে মন্থন করেছিলেন, এবং তাঁদের মন্থনের ফলে, ভগবান বিষ্ণুর অংশে আদি রাজা পৃথু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

প্রজাতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্র শ্রেষ্ঠ, কারণ রাজা যদি প্রবল শক্তিশালী হন, তা হলে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা খুব সুন্দরভাবে বজায় থাকে। এক শত বছর আগেও কাশ্মীরের রাজা এত প্রতাপশালী ছিলেন যে, কেউ যদি তাঁর রাজ্যে চুরি করত, তা হলে তাকে রাজার কাছে নিয়ে আসা মাত্রই, রাজা সেই চোরের হাত কেটে দিতেন। এই প্রকার কঠোর দণ্ডবিধানের ফলে, রাজ্যে একেবারে চুরি হত না। কেউ যদি রাস্তায় কিছু ফেলে যেত, তা হলেও কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করত না। নিয়ম ছিল যে, দ্রব্যের মালিকই কেবল তা নিয়ে যেতে পারবে এবং অন্য কেউ তা স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারবে না। তথাকথিত প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন চুরি হয়, তখন পুলিশ এসে মামলা লিখে নিয়ে যায়, কিন্তু সাধারণত চোর কখনও ধরা পড়ে না, এবং ধরা পড়লেও তাকে দণ্ড দেওয়া হয় না। সরকারের এই প্রকার অক্ষমতার ফলে, বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে চোর, বাটপাড় এবং বদমাশদের প্রাধান্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে।

শ্লোক ২১

বিদুর উবাচ

তস্য শীলনিধেঃ সাধোর্ব্রহ্মণ্যস্য মহাত্মনঃ ।
রাজ্ঞঃ কথমভূদ্দুষ্টা প্রজা যদ্বিমনা যযৌ ॥ ২১ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **তস্য**—তাঁর (অঙ্গ); **শীল-নিধেঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণের আধার; **সাধোঃ**—মহাত্মা; **ব্রহ্মণস্য**—ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত; **মহাত্মনঃ**—মহাত্মার; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **কথম্**—কিভাবে; **অভূৎ**—হয়েছিল; **দুষ্টা**—খারাপ; **প্রজা**—পুত্র; **যৎ**—যার দ্বারা; **বিমনাঃ**—বিরক্ত হয়ে; **যযৌ**—চলে গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

বিদুর মহর্ষি মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ! মহারাজ অঙ্গ ছিলেন অত্যন্ত সুশীল। তিনি অত্যন্ত চরিত্রবান ও সাধু পুরুষ ছিলেন, এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির

প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তা হলে এই প্রকার মহাত্মার বেণের মতো কুসন্তান কিভাবে উৎপন্ন হয়েছিল, যার জন্য তিনি বিরক্ত হয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছিলেন?

তাৎপর্য

গৃহস্থ জীবনে মানুষের পিতা, মাতা, পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে জীবন যাপন করার কথা, কিন্তু কখনও কখনও কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পিতা, মাতা, পুত্র অথবা পত্নী শত্রুতে পরিণত হন। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, পিতা যদি অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হন, তা হলে তিনি শত্রু হন, মাতা যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তা হলে তিনি শত্রু হন, পত্নী যদি অত্যন্ত সুন্দরী হন, তাহলে তিনি শত্রু হন, এবং পুত্র যদি মূর্খ হয়, তা হলে সে শত্রু হয়। এইভাবে পরিবারের সদস্যরা যখন শত্রুতে পরিণত হয়, তখন পরিবারে থাকা অথবা গৃহস্থ জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। জড় জগতে সাধারণত এই প্রকার পরিস্থিতি প্রায়ই দেখা যায়। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পঞ্চাশ বছর বয়সের পর গৃহত্যাগ করতে, যাতে জীবনের বাকি সময় কৃষ্ণভক্তি বিকাশের চেষ্টায় সদ্ব্যবহার করা যায়।

শ্লোক ২২

কিং বাংহো বেণ উদ্দিশ্য ব্রহ্মদণ্ডমযূযুজন্ ।
দণ্ডব্রতধরে রাজ্ঞি মুনয়ো ধর্মকোবিদাঃ ॥ ২২ ॥

কিম্—কেন; **বা**—ও; **অংহঃ**—পাপকর্ম; **বেণে**—বেণকে; **উদ্দিশ্য**—দেখে; **ব্রহ্ম-দণ্ডম্**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ; **অযূযুজন্**—দিতে চেয়েছিল; **দণ্ড-ব্রত-ধরে**—যিনি শাসনদণ্ড ধারণ করেন; **রাজ্ঞি**—রাজাকে; **মুনয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **ধর্ম-কোবিদাঃ**—যাঁরা ধর্মের অনুশাসন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ।

অনুবাদ

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন—ধর্মজ্ঞ মহর্ষিরা কেন শাসন-দণ্ড ধারণকারী রাজা বেণকে ব্রহ্মশাপ দিয়েছিলেন?

তাৎপর্য

রাজা সকলকে দণ্ডদান করতে পারেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মহর্ষিরা রাজাকে দণ্ড দিয়েছেন। রাজা নিশ্চয়ই কোনও গর্হিত অপরাধ করেছিলেন, তা না হলে সব চাইতে সহিষ্ণু এবং ধার্মিক মহর্ষিরা তাঁদের মহৎ ধর্মচেতনা সত্ত্বেও,

কেন তাঁকে শাস্তি দেবেন? এখানে এও বোঝা যায় যে, রাজা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন না। রাজার উপরে ছিল ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রণ, এবং প্রয়োজন হলে ব্রাহ্মণেরা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতেন অথবা বধ করতে পারতেন। তাঁরা কোন অস্ত্র দিয়ে বধ করতেন না, মন্ত্র বা ব্রহ্মশাপের দ্বারা বধ করতেন। ব্রাহ্মণেরা এত শক্তিশালী ছিলেন যে, তাঁরা যদি কাউকে অভিশাপ দিতেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হত।

শ্লোক ২৩

নাবধ্যেয়ঃ প্রজাপালঃ প্রজাভিরঘবানপি ।
যদসৌ লোকপালানাং বিভর্ত্যোজঃ স্বতেজসা ॥ ২৩ ॥

ন—কখনই না; **অবধ্যেয়ঃ**—অপমান করা উচিত; **প্রজা-পালঃ**—রাজা; **প্রজাভিঃ**—প্রজাদের দ্বারা; **অঘবান্**—পাপপূর্ণ; **অপি**—হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—যেহেতু; **অসৌ**—তিনি; **লোক-পালানাম্**—বহু রাজাদের; **বিভর্তি**—পালন করেন; **ওজঃ**—বীর্য; **স্ব-তেজসা**—ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা।

অনুবাদ

প্রজাদের কর্তব্য হচ্ছে, রাজা যদি কখনও অত্যন্ত পাপপূর্ণ আচরণ করেও থাকেন, তবুও তাঁকে অপমান না করা। কারণ তিনি তাঁর তেজের দ্বারা অন্য সমস্ত শাসকদের থেকে অধিক প্রভাবশালী।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে রাজা হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি। তাঁকে বলা হয় নর-নারায়ণ, যা ইঙ্গিত করে যে, পরম পুরুষ ভগবান নারায়ণ মানব-সমাজে রাজারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই কোনও রাজা পাপাচারী মনে হলেও, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও অপমান না করাই প্রজাদের শিষ্টাচার। কিন্তু বেণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি নরদেবতাদের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন; অতএব, বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত গর্হিত পাপকর্ম করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ সুনীথাত্মজচেষ্টিতম্ ।
শ্রদ্দধানায় ভক্তায় ত্বং পরাবরবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **আখ্যাহি**—দয়া করে বর্ণনা করুন; **মে**—আমার কাছে; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **সুনীথা-আত্মজ**—সুনীথার পুত্র বেণের; **চেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **শ্রদ্দধানায়**—শ্রদ্ধাবান; **ভক্তায়**—আপনার ভক্তকে; **ত্বম্**—আপনি; **পর-অবর**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ সহ; **বিৎ-তমঃ**—তত্ত্ববেত্তা।

অনুবাদ

বিদুর মৈত্রেয়কে অনুরোধ করলেন—হে ব্রাহ্মণ! আপনি অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয় কালের সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে খুব ভালভাবে অবগত আছেন। তাই বেণ রাজার সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমি আপনার কাছে শুনতে চাই। আমি আপনার শ্রদ্ধাবান ভক্ত, তাই দয়া করে আপনি তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

বিদুর মৈত্রেয়কে তাঁর গুরুদেবরূপে গ্রহণ করেছিলেন। শিষ্য সর্বদা তাঁর গুরুর কাছে প্রশ্ন করেন, এবং শ্রীগুরুদেব সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন, যদি শিষ্য অত্যন্ত স্নিগ্ধ এবং শ্রদ্ধাবান হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের কৃপার ফলে, শিষ্য ভগবানের কৃপা-আশীর্বাদ লাভ করেন। শিষ্য যদি অত্যন্ত বিনীত এবং শ্রদ্ধাশীল না হয়, তা হলে শ্রীগুরুদেব তার কাছে দিব্য জ্ঞান প্রকাশ করতে আগ্রহী হন না। *ভগবদ্গীতায়* দিব্য জ্ঞান লাভ করার পন্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, শ্রীগুরুদেবের কাছে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২৫

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গোঽশ্বমেধং রাজর্ষিরাজহার মহাক্রতুম্ ।
নাজগ্মুর্দেবতাস্তস্মিন্নাহূতা ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **অঙ্গঃ**—রাজা অঙ্গ; **অশ্ব-মেধম্**—অশ্বমেধ যজ্ঞ; **রাজ-ঋষিঃ**—রাজর্ষি; **আজহার**—সম্পাদন করেছিলেন; **মহা-ক্রতুম্**—মহাযজ্ঞ; **ন**—না; **আজগ্মুঃ**—এসেছিলেন; **দেবতাঃ**—দেবগণ; **তস্মিন্**—সেই যজ্ঞে; **আহূতাঃ**—নিমন্ত্রিত হয়ে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় উত্তর দিলেন—হে বিদুর! এক সময় মহান রাজা অঙ্গ অশ্বমেধ নামক এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত সমস্ত অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা জানতেন, কিভাবে দেবতাদের আহ্বান করতে হয়, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দেবতা সেই যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে আসেননি।

তাৎপর্য

বৈদিক যজ্ঞ কোন সাধারণ অনুষ্ঠান নয়। এই সমস্ত যজ্ঞে স্বর্গের দেবতারা অংশ গ্রহণ করতেন, এবং উৎসর্গীকৃত পশুরা নতুন জীবন লাভ করত। এই কলিযুগে দেবতাদের আহ্বান করার মতো অথবা পশুদের নতুন জীবন দান করার মতো শক্তিশালী ব্রাহ্মণ নেই। পুরাকালে বৈদিক মন্ত্রে পারঙ্গত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করতে পারতেন, কিন্তু এই যুগে, এই প্রকার ব্রাহ্মণের অভাবে, এই সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হয়েছে। যে যজ্ঞে অশ্ব উৎসর্গ করা হয়, সেই যজ্ঞকে বলা হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ। কখনও কখনও যজ্ঞে বৃষ উৎসর্গ করা হত *(গবালম্ভ)*, খাবার জন্য নয়, তাদের নতুন জীবন দান করে মন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করার জন্য। তাই এই যুগে একমাত্র ব্যবহারিক যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ, অর্থাৎ দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করা।

শ্লোক ২৬

তমূচুর্বিস্মিতাস্তত্র যজমানমথর্ত্বিজঃ ।
হবীংষি হূয়মানানি ন তে গৃহ্ণন্তি দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

তম্—রাজা অঙ্গকে; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **বিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত হয়ে; **তত্র**—তখন; **যজমানম্**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীকে; **অথ**—তার পর; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতরা; **হবীংষি**—ঘৃত আহুতি; **হূয়মানানি**—নিবেদন করে; **ন**—না; **তে**—তাঁরা; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করছেন; **দেবতাঃ**—দেবতারা।

অনুবাদ

সেই যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতরা তখন রাজা অঙ্গকে বললেন—হে রাজন্! আমরা যথাযথভাবে যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দেবতারা তা গ্রহণ করছেন না।

শ্লোক ২৭

রাজন্ হবীংষ্যদুষ্টানি শ্রদ্ধয়াসাদিতানি তে ।
ছন্দাংস্যযাতযামানি যোজিতানি ধৃতব্রতৈঃ ॥ ২৭ ॥

রাজন্—হে রাজন্; **হবীংষি**—যজ্ঞের হবী বা আহুতি দেওয়ার সামগ্রী; **অদুষ্টানি**—দূষিত নয়; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে; **আসাদিতানি**—সংগ্রহ করা হয়েছে; **তে**—আপনার; **ছন্দাংসি**—মন্ত্রসমূহ; **অযাত-যামানি**—ন্যূন নয়; **যোজিতানি**—যথাযথভাবে সম্পাদিত; **ধৃত-ব্রতৈঃ**—সুযোগ্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমরা জানি যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকল সামগ্রী আপনি গভীর শ্রদ্ধা এবং সাবধানতা সহকারে সংগ্রহ করেছেন, এবং তা দূষিত নয়। আমাদের উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রও বীর্যহীন নয়, কারণ উপস্থিত সমস্ত ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা যথাযথভাবে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে পারদর্শী, এবং এই যজ্ঞ তাঁরা দক্ষতা সহকারে অনুষ্ঠান করছেন।

তাৎপর্য

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারণ করেন। মন্ত্র এবং সংস্কৃত শব্দ উভয়ই ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে হয়, তা না হলে মন্ত্র সফল হয় না। এই যুগে ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নয় এবং তাদের আচার-আচরণও শুদ্ধ নয়। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করার ফলে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র যদি যথাযথভাবে উচ্চারণ নাও করা হয়, তবুও তার শক্তি এমনই যে, কীর্তনকারী তার ফল লাভ করেন।

শ্লোক ২৮

ন বিদামেহ দেবানাং হেলনং বয়মণ্বপি ।
যন্ন গৃহ্ণন্তি ভাগান্ স্বান্ যে দেবাঃ কর্মসাক্ষিণঃ ॥ ২৮ ॥

ন—না; **বিদাম**—খুঁজে পাওয়া; **ইহ**—এই সম্পর্কে; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **হেলনম্**—অপমান, অবহেলা; **বয়ম্**—আমরা; **অণু**—স্বল্প; **অপি**—ও; **যৎ**—যার ফলে; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করা; **ভাগান্**—ভাগ; **স্বান্**—নিজেদের; **যে**—যে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **কর্ম-সাক্ষিণঃ**—যজ্ঞের সাক্ষী।

অনুবাদ

হে রাজন্! দেবতারা যে কেন অপমানিত অথবা উপেক্ষিত বলে অনুভব করবেন, তার কোন কারণও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও যজ্ঞের সাক্ষী দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না। কেন যে এই রকম হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছি না।

তাৎপর্য

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরোহিতরা যদি কোন প্রকার অবহেলা করেন, তা হলে দেবতারা তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন না। তেমনই ভগবদ্ভক্তিতে সেবাপরাধ নামক অপরাধ রয়েছে। মন্দিরে যাঁরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের পূজা করেন, তাঁদের এই প্রকার সেবাপরাধ না করার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হয়। সেবাপরাধ *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যদি শ্রীবিগ্রহের সেবা করার অভিনয় করি, কিন্তু সেবাপরাধ সম্বন্ধে সাবধান না হই, তা হলে এই প্রকার অভক্তের কাছ থেকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ কোন নিবেদন গ্রহণ করেন না। তাই মন্দিরে ভগবানের পূজায় যুক্ত ভক্তদের কখনও কোন রকম মনগড়া পন্থা তৈরি না করে, নিষ্ঠাসহকারে পবিত্রতার বিধি-নিষেধগুলি পালন করা উচিত, এবং তা হলেই তাঁদের নৈবেদ্য ভগবান গ্রহণ করবেন।

শ্লোক ২৯

মৈত্রেয় উবাচ

অঙ্গো দ্বিজবচঃ শ্রুত্বা যজমানঃ সুদুর্মনাঃ ।
তৎপ্রষ্টুং ব্যসৃজদ্বাচং সদস্যাংস্তদনুজ্ঞয়া ॥ ২৯ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় উত্তর দিলেন; **অঙ্গঃ**—রাজা অঙ্গ; **দ্বিজ-বচঃ**—ব্রাহ্মণদের বাণী; **শ্রুত্বা**—শুনে; **যজমানঃ**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী; **সুদুর্মনাঃ**—অন্তরে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে; **তৎ**—সেই বিষয়ে; **প্রষ্টুম্**—জিজ্ঞাসা করার জন্য; **ব্যসৃজৎ বাচম্**—তিনি বলেছিলেন; **সদস্যান্**—পুরোহিতদের; **তৎ**—তাঁদের; **অনুজ্ঞয়া**—অনুমতি গ্রহণপূর্বক।

অনুবাদ

সেই প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় বললেন যে, পুরোহিতদের সেই কথা শুনে রাজা অঙ্গ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন। তখন তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে কিছু বলার অনুমতি নিয়ে, সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সমস্ত পুরোহিতদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

নাগচ্ছন্ত্যাহুতা দেবা ন গৃহ্ণন্তি গ্রহানিহ ।
সদস্পতয়ো ব্রূত কিমবদ্যং ময়া কৃতম্ ॥ ৩০ ॥

ন—না; **আগচ্ছন্তি**—আসছে; **আহুতাঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ন**—না; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রহণ করছেন; **গ্রহান্**—ভাগ; **ইহ**—এই যজ্ঞে; **সদসঃ-পতয়ঃ**—হে পুরোহিতগণ; **ব্রূত**—দয়া করে আমাকে বলুন; **কিম্**—কি; **অবদ্যম্**—অপরাধ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **কৃতম্**—করা হয়েছে।

অনুবাদ

পুরোহিতদের সম্বোধন করে রাজা অঙ্গ বললেন—হে পুরোহিতগণ! দয়া করে আমাকে বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি। দেবতারা আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁরা এই যজ্ঞে আসছেন না এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করছেন না।

শ্লোক ৩১

সদস্পতয় ঊচুঃ

নরদেবেহ ভবতো নাঘং তাবন্মনাক্ স্থিতম্ ।
অস্ত্যেকং প্রাক্তনমঘং যদিহেদৃক্ ত্বমপ্রজাঃ ॥ ৩১ ॥

সদসঃ-পতয়ঃ ঊচুঃ—প্রধান পুরোহিতগণ বললেন; **নর-দেব**—হে রাজন্; **ইহ**—এই জীবনে; **ভবতঃ**—আপনার; **ন**—না; **অঘম্**—পাপ; **তাবৎ মনাক্**—স্বল্পমাত্রও; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **অস্তি**—আছে; **একম্**—এক; **প্রাক্তনম্**—পূর্ব জীবনে; **অঘম্**—পাপ; **যৎ**—যার দ্বারা; **ইহ**—এই জীবনে; **ঈদৃক**—এই প্রকার; **ত্বম্**—আপনি; **অপ্রজঃ**—পুত্রহীন।

অনুবাদ

প্রধান পুরোহিতগণ বললেন—হে রাজন্! এই জীবনে আপনার কোন পাপ নেই, এমন কি আপনার মনেও কোন পাপ নেই। কিন্তু পূর্ব জীবনে আপনি পাপ করেছিলেন, যার ফলে অত্যন্ত ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও, আপনার কোন পুত্র সন্তান নেই।

তাৎপর্য

বিবাহ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুত্র সন্তান লাভ করা, কারণ পিতা তথা পূর্বপুরুষদের নারকীয় বদ্ধ জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য পুত্রসন্তানের প্রয়োজন হয়। চাণক্য পণ্ডিত তাই বলেছেন, *পুত্রহীনং গৃহং শূন্যম্*—পুত্রহীন দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত জঘন্য। রাজা অঙ্গ এই জীবনে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। অতএব বুঝতে হবে যে, কেউ যদি অপুত্রক হয়, তা হলে তার কারণ হচ্ছে তার পূর্বজন্মকৃত পাপ।

শ্লোক ৩২

তথা সাধয় ভদ্রং তে আত্মানং সুপ্রজং নৃপ ।
ইষ্টস্তে পুত্রকামস্য পুত্রং দাস্যতি যজ্ঞভুক্ ॥ ৩২ ॥

তথা—অতএব; **সাধয়**—প্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন; **ভদ্রম্**—কল্যাণ হোক; **তে**—আপনার; **আত্মানম্**—আপনার নিজের; **সু-প্রজম্**—সুসন্তান; **নৃপ**—হে রাজন্; **ইষ্টঃ**—পূজিত হয়ে; **তে**—আপনার দ্বারা; **পুত্র-কামস্য**—পুত্র লাভের বাসনায়; **পুত্রম্**—পুত্র; **দাস্যতি**—তিনি দান করবেন; **যজ্ঞ-ভুক্**—যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হোক। আপনি অপুত্রক, কিন্তু আপনি যদি ভগবানের কাছে পুত্র লাভের জন্য প্রার্থনা করেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, তা হলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান আপনার বাসনা পূর্ণ করবেন।

শ্লোক ৩৩

তথা স্বভাগধেয়ানি গ্রহীষ্যন্তি দিবৌকসঃ ।
যদ্‌যজ্ঞপুরুষঃ সাক্ষাদপত্যায় হরির্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

তথা—তখন; **স্ব-ভাগ-ধেয়ানি**—তাঁদের যজ্ঞভাগ; **গ্রহীষ্যন্তি**—গ্রহণ করবেন; **দিব-ওকসঃ**—সমস্ত দেবতারা; **যৎ**—যেহেতু; **যজ্ঞ-পুরুষঃ**—সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **অপত্যায়**—পুত্রের জন্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বৃতঃ**—আমন্ত্রিত হয়েছেন।

অনুবাদ

যখন যজ্ঞপুরুষ হরি আপনার পুত্র লাভের বাসনা পূর্ণ করার জন্য আমন্ত্রিত হবেন, তখন সমস্ত দেবতারা তাঁর সঙ্গে আসবেন এবং তাঁদের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করবেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা ভগবান বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা; এবং শ্রীবিষ্ণু যখন যজ্ঞস্থলে আসতে সম্মত হন, তখন সমস্ত দেবতারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের প্রভুর অনুগমন করেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, দেবতাদের উদ্দেশ্যে নয়।

শ্লোক ৩৪

তাংস্তান্ কামান্ হরির্দদ্যাযান্ যান্ কাময়তে জনঃ ।
আরাধিতো যথৈবৈষ তথা পুংসাং ফলোদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তান্ তান্—সেই সমস্ত; **কামান্**—ঈপ্সিত বস্তু; **হরিঃ**—ভগবান; **দদ্যাৎ**—দান করবেন; **যান্ যান্**—যা কিছু; **কাময়তে**—কামনা করা হয়; **জনঃ**—ব্যক্তি; **আরাধিতঃ**—পূজিত হয়ে; **যথা**—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **এষঃ**—ভগবান; **তথা**—তেমনই; **পুংসাম্**—মানুষদের; **ফল-উদয়ঃ**—ফল।

অনুবাদ

যজ্ঞকর্তা (কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত) যে বাসনা নিয়ে ভগবানের পূজা করে, তার সেই বাসনা পূর্ণ হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, উপাসক যে-বাসনা নিয়ে তাঁর উপাসনা করে, সেই অনুসারে তিনি তার বাসনা চরিতার্থ করেন। ভগবান এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবেদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ভক্তদের তিনি বলেন যে, এই প্রকার কর্ম না করে তাঁর শরণাগত হওয়াই শ্রেয়স্কর, কারণ তিনি তাঁর ভক্তের সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ভক্ত এবং সকাম কর্মীর মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্য। সকাম কর্মী কেবল তার নিজের কর্মের ফল ভোগ

করে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের পরিচালনায় ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করে তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। এই শ্লোকে *কামান্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে 'ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের বাসনা'। ভক্ত সমস্ত *কামান্* থেকে মুক্ত। তিনি অন্যাভিলাষিতা-শূন্য। ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের সমস্ত বাসনা থেকে মুক্ত। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করা। সেটিই কর্মী এবং ভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

ইতি ব্যবসিতা বিপ্রাস্তস্য রাজ্ঞঃ প্রজাতয়ে ।
পুরোডাশং নিরবপন্ শিপিবিষ্টায় বিষ্ণবে ॥ ৩৫ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতাঃ**—স্থির করে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণগণ; **তস্য**—তাঁর; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **প্রজাতয়ে**—পুত্র লাভের উদ্দেশ্যে; **পুরোডাশম্**—যজ্ঞের সামগ্রী; **নিরবপন্**—নিবেদন করেছিলেন; **শিপি-বিষ্টায়**—যজ্ঞাগ্নিতে অবস্থিত ভগবানকে; **বিষ্ণবে**—শ্রীবিষ্ণুকে।

অনুবাদ

এইভাবে রাজা অঙ্গের পুত্র-লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁরা সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীবিষ্ণুর প্রতি আহুতি প্রদান করতে মনস্থ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞবিধি অনুসারে, কখনও কখনও যজ্ঞস্থলে পশুবলি দেওয়া হয়। এই প্রকার বলি পশুবধের জন্য নয়, পক্ষান্তরে তাদের নতুন জীবন দান করার জন্য। বৈদিক মন্ত্র যথাযথভাবে উচ্চারিত হয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করার জন্য যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। কখনও কখনও গবেষণাগারে ছোট ছোট পশুদের উপর ঔষধের প্রভাব পরীক্ষা করা হয় এবং তার ফলে পশুদের মৃত্যু হয়। ওষুধের গবেষণাগারে এই সমস্ত পশুরা পুনরুজ্জীবিত হয় না, কিন্তু যজ্ঞস্থলে যখন পশুবলি দেওয়া হত, তখন বৈদিক মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হত। এই শ্লোকে *শিপি-বিষ্টায়* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *শিপি* শব্দটির অর্থ যজ্ঞাগ্নির শিখা। যজ্ঞাগ্নিতে যখন আহুতি নিবেদন করা হয়, তখন অগ্নিশিখারূপে ভগবান তাতে অবস্থান করেন। ভগবান বিষ্ণু তাই শিপিবিষ্ট নামে পরিচিত।

শ্লোক ৩৬

তস্মাৎপুরুষ উত্তস্থৌ হেমমাল্যমলাম্বরঃ ।
হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সিদ্ধমাদায় পায়সম্ ॥ ৩৬ ॥

তস্মাৎ—সেই অগ্নি থেকে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **উত্তস্থৌ**—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **হেম-মালী**—সোনার মালা; **অমল-অম্বরঃ**—শুভ্র বস্ত্র পরিহিত; **হিরণ্ময়েন**—হিরণ্ময়; **পাত্রেণ**—পাত্রে; **সিদ্ধম্**—পক্ক; **আদায়**—বহন করেছিলেন; **পায়সম্**—পায়েস।

অনুবাদ

যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মাধ্যমেই, যজ্ঞাগ্নি থেকে সুবর্ণ মাল্যভূষিত এবং শ্বেত বস্ত্র পরিহিত এক পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি একটি স্বর্ণপাত্রে পায়েস নিয়ে এসেছিলেন।

শ্লোক ৩৭

স বিপ্রানুমতো রাজা গৃহীত্বাঞ্জলিনৌদনম্ ।
অবঘ্রায় মুদা যুক্তঃ প্রাদাৎপত্ন্যা উদারধীঃ ॥ ৩৭ ॥

সঃ—তিনি; **বিপ্র**—ব্রাহ্মণদের; **অনুমতঃ**—অনুমতি গ্রহণ করে; **রাজা**—রাজা; **গৃহীত্বা**—গ্রহণ করে; **অঞ্জলিনা**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে; **ওদনম্**—পায়েস; **অবঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **মুদা**—অত্যন্ত আনন্দ; **যুক্তঃ**—সহকারে; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **পত্ন্যৈ**—তাঁর পত্নীকে; **উদার-ধীঃ**—উদারচিত্ত।

অনুবাদ

রাজা ছিলেন অত্যন্ত উদার, এবং ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে, তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই পায়েস গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে তিনি তাঁর পত্নীকে তা প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে *উদার-ধীঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। রাজার পত্নী সুনীথা সেই আশীর্বাদ গ্রহণের যোগ্য ছিল না; তবুও রাজা এতই উদার ছিলেন যে, কোন রকম দ্বিধা না করে তিনি যজ্ঞপুরুষ থেকে প্রাপ্ত সেই পায়েস তাঁর পত্নীকে দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে সব কিছুই ঘটে পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে। পরবর্তী

শ্লোকগুলির মাধ্যমে দেখা যাবে যে, সেই ঘটনাটি রাজার পক্ষে অনুকূল হয়নি। রাজা যেহেতু অত্যন্ত উদার ছিলেন, তাই জড় জগতের প্রতি তাঁর বিরক্তি বর্ধন করার জন্য, ভগবান চেয়েছিলেন যে, রানীর গর্ভে এক অত্যন্ত নিষ্ঠুর পুত্রের জন্ম হোক, যার ফলে রাজাকে গৃহত্যাগ করতে হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান বিষ্ণু কর্মীদের বাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তাঁর ভক্তদের বাসনা তিনি ভিন্নভাবে পূর্ণ করেন, যাতে ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে *(দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে)* । ভগবান তাঁর ভক্তকে ক্রমশ পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার সুযোগ দেন, যাতে তাঁর ভক্ত ভগবদ্ধামে তাঁর কাছে ফিরে আসতে পারেন।

শ্লোক ৩৮

সা তৎপুংসবনং রাজ্ঞী প্রাশ্য বৈ পত্যুরাদধে ।
গর্ভং কাল উপাবৃত্তে কুমারং সুষুবেঽপ্রজা ॥ ৩৮ ॥

সা—তিনি; **তৎ**—সেই পায়েস; **পুম্-সবনম্**—যার ফলে পুত্র সন্তান উৎপন্ন হয়; **রাজ্ঞী**—রানী; **প্রাশ্য**—ভক্ষণ করে; **বৈ**—যথার্থই; **পত্যুঃ**—তাঁর পতি থেকে; **আদধে**—ধারণ করেছিলেন; **গর্ভম্**—গর্ভ; **কালে**—যথা সময়ে; **উপাবৃত্তে**—সমুপস্থিত হলে; **কুমারম্**—একটি পুত্র; **সুষুবে**—জন্ম দিয়েছিলেন; **অপ্রজা**—পুত্রহীন।

অনুবাদ

পুত্রহীনা রানী সুনীথা পুত্রোৎপাদক সেই পায়েস ভক্ষণ করে তাঁর পতির সাহচর্যে গর্ভবতী হন, এবং যথা সময়ে এক পুত্র প্রসব করেছিলেন।

তাৎপর্য

দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হচ্ছে *পুংসবনম্* । এই সংস্কারে পত্নীকে ভগবানের প্রসাদ দেওয়া হয়, যাতে পতির সঙ্গে সহবাসের ফলে তিনি গর্ভবতী হতে পারেন।

শ্লোক ৩৯

স বাল এব পুরুষো মাতামহনুমব্রতঃ ।
অধর্মাংশোদ্ভবং মৃত্যুং তেনাভবদধার্মিকঃ ॥ ৩৯ ॥

সঃ—সেই; **বালঃ**—বালক; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **মাতা-মহম্**—মাতামহ; **অনুব্রতঃ**—অনুগামী; **অধর্ম**—অধর্মের; **অংশ**—অংশ থেকে; **উদ্ভবম্**—উদ্ভূত; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **তেন**—তার দ্বারা; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **অধার্মিকঃ**—অধার্মিক।

অনুবাদ

সেই বালকটির জন্ম হয়েছিল আংশিকভাবে অধর্মের বংশে। তার মাতামহ ছিল সাক্ষাৎ মৃত্যু, এবং সে তার মাতামহের অনুগত হয়েছিল; তার ফলে সে অত্যন্ত অধার্মিক হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই শিশুটির মাতা সুনীথা ছিল মৃত্যুর কন্যা। সাধারণত কন্যা পিতার গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং পুত্র মাতার গুণ প্রাপ্ত হয়। অতএব, এক বস্তুর সমান অন্য বস্তুগুলিও পরস্পর সমান, এই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ অনুসারে, রাজা অঙ্গের পুত্র তাঁর মাতামহের অনুগামী হয়েছিল। *স্মৃতিশাস্ত্র* অনুসারে, ছেলেরা সাধারণত মাতুলালয়ের নিয়মের অনুগামী হয়। *নরাণাং মাতুল-ক্রম* কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, শিশু সাধারণত মাতার পরিবারের গুণাবলী অনুসরণ করে। যদি মাতৃকুল দুশ্চরিত্র অথবা পাপী হয়, তা হলে সৎ পিতার পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, মাতৃকুলের শিকার হয়। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে তাই বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং কন্যা উভয়েই বংশের তালিকা বিচার করা হয়। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে যদি মিল হয়, তা হলে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কখনও কখনও যদি সেই গণনায় ভুল হয়, তা হলে গার্হস্থ্য জীবন নৈরাশ্যজনক হয়।

এখানে বোঝা যায় যে, সুনীথা রাজা অঙ্গের সুপত্নী ছিলেন না, কারণ তিনি ছিলেন মৃত্যুর কন্যা। কখনও কখনও ভগবান তাঁর ভক্তকে এমন এক পত্নী প্রদান করেন, যার ফলে তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। ভগবান তাঁর ভক্তের জন্য এই প্রকার আয়োজন করেন, যাতে ভক্ত ধীরে ধীরে তাঁর পত্নী ও গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়ে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারেন। এখানে দেখা যায় যে, ভগবানের আয়োজন অনুসারে রাজা অঙ্গ এক পুণ্যবান ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সুনীথার মতো কুপত্নী এবং তার পর বেণের মতো এক কু-পুত্র লাভ করেছিলেন। কিন্তু তার ফলে তিনি সংসার-বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে, ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন।

শ্লোক ৪০

স শরাসনমুদ্যম্য মৃগয়ুর্বনগোচরঃ ।
হন্ত্যসাধুর্মৃগান্ দীনান্ বেণোঽসাবিত্যরৌজ্জনঃ ॥ ৪০ ॥

সঃ—বেণ নামক সেই বালক; **শরাসনম্**—তার ধনুক; **উদ্যম্য**—নিয়ে; **মৃগয়ুঃ**—শিকারী; **বন-গোচরঃ**—বনে গিয়ে; **হন্তি**—বধ করত; **অসাধুঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে; **মৃগান্**—হরিণ; **দীনান্**—হতভাগ্য; **বেণঃ**—বেণ; **অসৌ**—এখানে এসেছে; **ইতি**—এইভাবে; **অরৌৎ**—চিৎকার করত; **জনঃ**—জনতা।

অনুবাদ

সেই নিষ্ঠুর বালক ধনুর্বাণ নিয়ে বনে গিয়ে, অকারণে নিরীহ হরিণদের বধ করত। তাকে আসতে দেখা মাত্রই পুরজনেরা চিৎকার করত, "নিষ্ঠুর বেণ আসছে! নিষ্ঠুর বেণ আসছে!"

তাৎপর্য

ক্ষত্রিয়দের জন্য মৃগয়া অনুমোদন করা হয়েছে বধ করার কৌশল শেখার জন্য, আহারের জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে পশুবধ করার জন্য নয়। ক্ষত্রিয় রাজাদের কখনও কখনও অপরাধীর মাথা ছেদন করতে হত। সেই জন্য ক্ষত্রিয়দের বনে শিকার করার অনুমতি ছিল। যেহেতু রাজা অঙ্গের পুত্র বেণের জন্ম হয়েছিল এক কুমাতার গর্ভে, তাই সে ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর, এবং সে বনে গিয়ে অনর্থক পশুহত্যা করত। তার উপস্থিতিতে সকলেই অত্যন্ত ভীত হত এবং তারা চিৎকার করে বলত, "বেণ আসছে! বেণ আসছে!" এইভাবে জীবনের শুরু থেকেই সে প্রজাদের কাছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ছিল।

শ্লোক ৪১

আক্রীড়ে ক্রীড়তো বালান্ বয়স্যানতিদারুণঃ ।
প্রসহ্য নিরনুক্রোশঃ পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৪১ ॥

আক্রীড়ে—খেলার মাঠে; **ক্রীড়তঃ**—খেলার সময়; **বালান্**—বালকদের; **বয়স্যান্**—তার সমবয়স্ক; **অতি-দারুণঃ**—অত্যন্ত নিষ্ঠুর; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **নিরনুক্রোশঃ**—নির্দয়ভাবে; **পশু-মারম্**—পশুর মতো; **অমারয়ৎ**—হত্যা করত।

অনুবাদ

সেই বালক এত নিষ্ঠুর ছিল যে, খেলার সময় সে তার সমবয়স্ক বালকদের পশুর মতো হত্যা করত।

শ্লোক ৪২

তং বিচক্ষ্য খলং পুত্রং শাসনৈর্বিবিধৈর্নৃপঃ ।
যদা ন শাসিতুং কল্পো ভৃশমাসীৎসুদুর্মনাঃ ॥ ৪২ ॥

তম্—তাকে; বিচক্ষ্য—দেখে; খলম্—নিষ্ঠুর; পুত্রম্—পুত্র; শাসনৈঃ—দণ্ড দ্বারা; বিবিধৈঃ—বিভিন্ন প্রকার; নৃপঃ—রাজা; যদা—যখন; ন—না; শাসিতুম্—নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার জন্য; কল্পঃ—সমর্থ; ভৃশম্—অত্যন্ত; আসীৎ—হয়েছিলেন; সু-দুর্মনাঃ—বিষণ্ণ।

অনুবাদ

রাজা অঙ্গ তাঁর পুত্র বেণের নিষ্ঠুর ও নির্দয় আচরণ দর্শন করে, তাকে সংশোধন করার জন্য নানা প্রকার দণ্ড দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাকে সৎপথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলেন না। তার ফলে তিনি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

প্রায়েণাভ্যর্চিতো দেবো যেঽপ্রজা গৃহমেধিনঃ ।
কদপত্যভৃতং দুঃখং যে ন বিন্দন্তি দুর্ভরম্ ॥ ৪৩ ॥

প্রায়েণ—সম্ভবত; অভ্যর্চিতঃ—পূজিত হয়েছিলেন; দেবঃ—ভগবান; যে—যারা; অপ্রজাঃ—অপুত্রক; গৃহ-মেধিনঃ—গৃহস্থ; কদ্-অপত্য—কুসন্তানের দ্বারা; ভৃতম্—উৎপন্ন; দুঃখম্—দুঃখ; যে—যারা; ন—না; বিন্দন্তি—কষ্টভোগ করে; দুর্ভরম্—অসহ্য।

অনুবাদ

রাজা মনে মনে ভাবলেন—যাঁরা অপুত্রক তাঁরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। তাঁরা অবশ্যই পূর্বজন্মে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন, যার ফলে কুপুত্রের দ্বারা তাঁদের অসহ্য দুঃখভোগ করতে হয় না।

শ্লোক ৪৪

যতঃ পাপীয়সী কীর্তিরধর্মশ্চ মহান্নৃণাম্ ।
যতো বিরোধঃ সর্বেষাং যত আধিরনন্তকঃ ॥ ৪৪ ॥

যতঃ—কুপুত্রের কারণে; **পাপীয়সী**—পাপী; **কীর্তিঃ**—যশ; **অধর্মঃ**—অধর্ম; **চ**—ও; **মহান্**—মহান; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যতঃ**—যা থেকে; **বিরোধঃ**—কলহ; **সর্বেষাম্**—সমস্ত মানুষদের; **যতঃ**—যা থেকে; **আধিঃ**—উৎকণ্ঠা; **অনন্তকঃ**—অন্তহীন।

অনুবাদ

পাপী পুত্রের ফলে মানুষের যশ নষ্ট হয়। তার অধর্ম আচরণের ফলে, গৃহে অধর্ম এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়, এবং তা কেবল অন্তহীন উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, বিবাহিত দম্পতির পুত্র হওয়া আবশ্যক, তা না হলে তাদের জীবন শূন্য হয়ে যায়। কিন্তু সদ্‌গুণ-রহিত পুত্র অন্ধচক্ষুর মতো। অন্ধচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু তা থেকে কেবল অসহ্য বেদনাই লাভ হয়। তাই রাজা এই প্রকার কুপুত্র লাভ করে, মনে মনে নিজেকে অত্যন্ত দুর্ভাগা বলে মনে করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

কস্তং প্রজাপদেশং বৈ মোহবন্ধনমাত্মনঃ ।
পণ্ডিতো বহু মন্যেত যদর্থাঃ ক্লেশদা গৃহাঃ ॥ ৪৫ ॥

কঃ—কে; **তম্**—তাকে; **প্রজা-অপদেশম্**—নামে মাত্র পুত্র; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **মোহ**—মোহের; **বন্ধনম্**—বন্ধন; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **পণ্ডিতঃ**—বুদ্ধিমান মানুষ; **বহু মন্যেত**—সম্মান করবে; **যৎ-অর্থাঃ**—যার নিমিত্ত; **ক্লেশ-দাঃ**—ক্লেশদায়ক; **গৃহাঃ**—গৃহ।

অনুবাদ

এমন কোন্ বিবেচক এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছেন, যিনি এই প্রকার কুপুত্র কামনা করবেন? এই প্রকার পুত্র জীবের মোহবন্ধনের কারণ ছাড়া আর কিছু নয়, এবং তার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে।

শ্লোক ৪৬

কদপত্যং বরং মন্যে সদপত্যাচ্ছুচাং পদাৎ ।
নির্বিদ্যেত গৃহান্মর্ত্যো যৎক্লেশনিবহা গৃহাঃ ॥ ৪৬ ॥

কদ্-অপত্যম্—কুপুত্র; **বরম্**—শ্রেষ্ঠ; **মন্যে**—আমি মনে করি; **সৎ-অপত্যাৎ**—সুপুত্র থেকে; **শুচাম্**—শোকের; **পদাৎ**—উৎস; **নির্বিদ্যেত**—অনাসক্ত হয়; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **মর্ত্যঃ**—মরণশীল মানুষ; **যৎ**—যার কারণ; **ক্লেশ-নিবহাঃ**—নরক-সদৃশ; **গৃহাঃ**—গৃহ।

অনুবাদ

তার পর রাজা মনে মনে বিচার করেছিলেন—সুপুত্র থেকে কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র থেকে গৃহের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি হয়, কিন্তু কুপুত্র থেকে তা হয় না। কুপুত্র গৃহকে নরকে পরিণত করে, যার ফলে বুদ্ধিমান মানুষ সহজেই সেই গৃহের প্রতি বিরক্ত হয়।

তাৎপর্য

রাজা গৃহের প্রতি আসক্তি এবং বিরক্তির সম্বন্ধে চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ গৃহকে একটি অন্ধকূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ যদি একটি অন্ধকূপে পতিত হয়, তা হলে সেখান থেকে তার পক্ষে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব সেই অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসে, ভগবানের শরণাগত হওয়ার জন্য বনে গমন করা উচিত। বৈদিক সভ্যতায় বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু মানুষ তাদের গৃহের প্রতি এতই আসক্ত যে, তারা অন্তিম সময় পর্যন্ত গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। তাই রাজা অঙ্গ বিরক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করে, তাঁর কুপুত্রকে গৃহস্থ জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়ার এক সুন্দর অনুপ্রেরণা বলে মনে করেছিলেন। সেই জন্য তিনি তাঁর কুপুত্রটিকে তাঁর মিত্র বলে মনে করেছিলেন কেননা সে তাঁকে তাঁর গৃহের প্রতি উদাসীন হতে সাহায্য করেছিল। চরমে মানুষকে শিখতে হয় কিভাবে গৃহস্থ জীবনের প্রতি অনাসক্ত হওয়া যায়। কুপুত্র যদি তাঁর অসৎ আচরণের দ্বারা গৃহস্থকে তাঁর গৃহত্যাগ করতে সাহায্য করে, তা হলে সেটি একটি আশীর্বাদ।

শ্লোক ৪৭

এবং স নির্বিণ্ণমনা নৃপো গৃহা-
ন্নিশীথ উত্থায় মহোদয়োদয়াৎ ।
অলব্ধনিদ্রোঽনুপলক্ষিতো নৃভি-
র্হিত্বা গতো বেণসুবং প্রসুপ্তাম্ ॥ ৪৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **সঃ**—তিনি; **নির্বিণ্ণ-মনাঃ**—উদাসীন হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা অঙ্গ; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে; **নিশীথে**—গভীর রাত্রে; **উত্থায়**—উঠে; **মহা-উদয়-উদয়াৎ**—মহাপুরুষদের আশীর্বাদের ফলে ঐশ্বর্যশালী; **অলব্ধ-নিদ্রঃ**—অনিদ্রিত; **অনুপলক্ষিতঃ**—অজ্ঞাতসারে; **নৃভিঃ**—জনসাধারণের দ্বারা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **গতঃ**—চলে গিয়েছিল; **বেণ-সুবম্**—বেণের মাতা; **প্রসুপ্তাম্**—গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

অনুবাদ

এইভাবে চিন্তা করে, রাজা অঙ্গ রাত্রে ঘুমাতে পারলেন না। তিনি গৃহস্থ জীবনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হয়েছিলেন। তাই, একদিন গভীর রাত্রে তিনি শয্যা থেকে উত্থিত হলেন এবং গভীর নিদ্রায় মগ্ন বেণের মাতাকে (তাঁর পত্নীকে) ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর অত্যন্ত ঐশ্বর্যময় রাজ্যের প্রতি সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করেছিলেন, এবং সকলের অজ্ঞাতসারে, তিনি নিঃশব্দে তাঁর গৃহ ও সমস্ত ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *মহোদয়োদয়াৎ* শব্দটি সূচিত করে যে, মহাপুরুষদের আশীর্বাদের ফলে জড় ঐশ্বর্য লাভ হয়, কিন্তু কেউ যখন জড়-জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন, তখন বুঝতে হবে যে, তা মহাপুরুষদের আরও বড় আশীর্বাদ। রাজার পক্ষে তাঁর ঐশ্বর্যময় রাজ্য এবং যুবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করা সহজ ছিল না, কিন্তু তিনি যে সেই আসক্তি ত্যাগ করে সকলের অজ্ঞাতসারে বনে যেতে পেরেছিলেন, তা নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের মহান আশীর্বাদ। মহাপুরুষদের এইভাবে গৃহ, পত্নী এবং ধন-সম্পদের সমস্ত আসক্তি বর্জন করে, গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

শ্লোক ৪৮

বিজ্ঞায় নির্বিদ্য গতং পতিং প্রজাঃ
পুরোহিতামাত্যসুহৃদ্‌গণাদয়ঃ ।
বিচিক্যুরুর্ব্যামতিশোককাতরা
যথা নিগূঢ়ং পুরুষং কুযোগিনঃ ॥ ৪৮ ॥

বিজ্ঞায়—বুঝতে পেরে; **নির্বিদ্য**—উদাসীন হয়ে; **গতম্**—চলে গেছেন; **পতিম্**—রাজা; **প্রজাঃ**—সমস্ত প্রজারা; **পুরোহিত**—পুরোহিতগণ; **আমাত্য**—মন্ত্রীগণ; **সুহৃৎ**—বন্ধুগণ; **গণ-আদয়ঃ**—এবং জনসাধারণ; **বিচিক্যুঃ**—অন্বেষণ করেছিল; **উর্ব্যাম্**—পৃথিবীর উপর; **অতি-শোক-কাতরাঃ**—অত্যন্ত শোকাতুর হয়ে; **যথা**—ঠিক যেমন; **নিগূঢ়ম্**—গুপ্ত; **পুরুষম্**—পরমাত্মা; **কু-যোগিনঃ**—অনভিজ্ঞ যোগীগণ।

অনুবাদ

সকলে যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজা উদাসীন হয়ে গৃহত্যাগ করেছেন, তখন সমস্ত প্রজারা, পুরোহিতরা, মন্ত্রীরা, সুহৃদেরা এবং জনসাধারণ অত্যন্ত শোকবিহ্বল হয়েছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন, ঠিক যেভাবে একজন অনভিজ্ঞ যোগী তার অন্তরে পরমাত্মার অন্বেষণ করে।

তাৎপর্য

এখানে অনভিজ্ঞ যোগীদের হৃদয়ে পরমাত্মার অন্বেষণের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বাস্তব বস্তুকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান—এই তিনরূপে উপলব্ধি করা যায়। এই প্রকার কুযোগীরা বা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন যোগীরা তাদের মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তারা অন্তর্যামী পরমাত্মাকে খুঁজে পায় না। রাজা যখন গৃহত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই কোথা না কোথাও ছিলেন, কিন্তু নাগরিকদের যেহেতু জানা ছিল না কিভাবে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়, তাই তারা কুযোগীদের মতো নিরাশ হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

অলক্ষয়ন্তঃ পদবীং প্রজাপতে-
র্হতোদ্যমাঃ প্রত্যুপসৃত্য তে পুরীম্ ।
ঋষীন্ সমেতানভিবন্দ্য সাশ্রবো
ন্যবেদয়ন্ পৌরব ভর্তৃবিপ্লবম্ ॥ ৪৯ ॥

অলক্ষয়ন্তঃ—খুঁজে না পেয়ে; **পদবীম্**—কোন চিহ্ন; **প্রজাপতেঃ**—রাজা অঙ্গের; **হত-উদ্যমাঃ**—নিরাশ হয়ে; **প্রত্যুপসৃত্য**—ফিরে এসে; **তে**—সেই নাগরিকেরা; **পুরীম্**—নগরে; **ঋষীন্**—মহর্ষিগণ; **সমেতান্**—সমবেত হয়েছিলেন; **অভিবন্দ্য**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে; **স-অশ্রবঃ**—অশ্রুপূর্ণ নয়নে; **ন্যবেদয়ন্**—নিবেদন করেছিলেন; **পৌরব**—হে বিদুর; **ভর্তৃ**—রাজার; **বিপ্লবম্**—অনুপস্থিতি।

অনুবাদ

সর্বত্র রাজার অন্বেষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে, নাগরিকেরা অত্যন্ত নিরাশ হয়েছিলেন, এবং তাঁরা নগরীর সেই স্থানে ফিরে এসেছিলেন, যেখানে রাজ্যের সমস্ত মহর্ষিরা রাজার অনুপস্থিতির ফলে সমবেত হয়েছিলেন। নাগরিকেরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেই মহর্ষিদের প্রণতি নিবেদন করে সবিস্তারে তাঁদের জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা কোথায়ও রাজাকে খুঁজে পাননি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'ধ্রুব মহারাজের বংশধরদের বর্ণনা' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।